বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ)

সাম্প্রতিক শিশু পরিস্থিতি: উদ্বেগ ও আমাদের করণীয়

মিডিয়া ব্রিফিং

০৩ মার্চ ২০১৪

শিশু অধিকার ও বাংলাদেশ

শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭৪ সালে শিশুদের জন্য একটি যুগান্তকারী আইন -শিশু আইন ১৯৭৪ প্রণীত হয়। যেটি শিশু অধিকার রক্ষায় সারা বিশ্বে অনন্য উদহারণ হয়ে আছে। এর ১৬ বছর পর শিশুদের জন্য নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়টি আরে শক্তিশালী করার অঙ্গীকার করে পৃথিবীর ১ম ২০টি দেশের একটি হয়ে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষর করে ১৯৯০ সালে। এরপরও ২৩ বছর অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু আমরা কি শিশুদের জন্য কাঙ্খিত বাংলাদেশ তৈরি করতে পেরেছি? আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে আমরা হয়তো বলব শিশুদের জন্য একটি সুস্থ, সুন্দর, নিরাপদ বাংলাদেশ গড়া নিতান্তই কঠিন। প্রায় ৪ মিলিয়নর শ্রমজীবী শিশুকে এখনই স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। শিশুদের ন্যায্য অধিকার দিতে না পারি, কিন্তু শিশুদের ওপর নির্যাতনের পেছনেতো কোন যুক্তি থাকার কথা নয়। বর্তমান সময়ে এসে শিশুদের ওপর নির্যাতন এবং এর নতুন নতুন মাত্রা শিশু অধিকার রক্ষা ও উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

শিশুদের ওপর নির্যাতন:

২০১৩ সালে ১৫০ টি শিশু ধর্ষনের শিকার হওয়ার তথ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।এর মধ্যে ১৯ টি শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা অন্যান্য বিবাদের কারণে ১৮০ টি শিশু হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছে। ৭৬ টি শিশু যৌন হয়রানি ও অন্যান্য কারণে আত্নহত্যা করেছে। ৪২ জন শিশুকে অপহরণ করা হয়েছে যাদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। ৩৭টি অপহৃত শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। ১৯ টি শিশুকে অপহরণের পর হত্যা করা হয়েছে। পাচার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৩৬টি শিশুকে। উল্লেখ্য যে, পাচার থেকে উদ্ধার হওয়ার পরই এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া ২৫ টি শিশু নিখোজের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষাঙ্গণে শারিরীক শাস্তি নিষিদ্ধ থাকলেও ১৭০ টি শিশু শিক্ষাঙ্গণে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে অক্টোবর মাসে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের ধোপাডাঙা স্কুলে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ১০০ টি শিশু প্রহৃত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত শিশুর সংখ্যা ১৪৯, আগুনে পুড়ে মারা গেছে ২২টি শিশু, ১৪টি শিশু তড়িতাহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। নিহত শিশুদের মধ্যে ২য় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর ঘটনা। ২০১৩ সালে ১৩২ টি শিশু পানিতে ডুবে মারা গেছে। শিশুদের ওপর এ ধরনের নির্যাতনের পেছনে আমাদের নৈতিক অবক্ষয়, জবাবদিহিতা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাবই মূল কারণ। এমনকি শিশুদের জন্য নিরাপদ জায়গা অর্থাত টঙ্গীতে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে কিশোরদের ওপর অমানসিক নির্যাতনের প্রতিবাদে নিজ শরীর কেটে ক্ষতবিক্ষত করে প্রতিবাদ জানানোর যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা আমাদের বিবেককে দংশিত করে। এ ধরনের চিত্র কমবেশি সব কিশোর সংশোধনাগার, পুনর্বাসন কেন্দ্রে খুবই স্বাভাবিক এবং শুধুমাত্র মিডিয়াতে প্রচার পেলেই এরকম ভয়াবহ চিত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

শিশুরা রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার

২০১৩ সালে শিশুদের ওপর নতুন মাত্রার নির্যাতনের ভয়াবহ থাবা নেমে আসে রাজনৈতিক সহিংসতার নামে। রাজনৈতিক সহিংসতায় শিশুদের শিকার হওয়া বাংলাদেশে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা শিশু অধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহ করে তুলেছে। গত নভেম্বর ২০১৩ থেকে ডিসেম্বরের পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষকরে ঢাকা মহানগর, গাজীপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ ও রাজশাহী শহরে শুধু সংবাদপত্র প্রকাশিত তথ্যমতে ২৮টি শিশু হরতাল ও অবরোধে সহিংসতার শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে ৬টি শিশু নিহত হয়েছে এবং ২২টি শিশু দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থেকে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হারিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপনের ক্ষমতা হারিয়েছে। নিহতদের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহীনি, ক্ষমতাসীন দল ও হরতাল অবারোধকারীদের মধ্যে গুলিবিনিময়ের মধ্যে পড়ে ৩ জন শিশু নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে ১ জন। ১৬ টি শিশু ককটেল বিস্ফোরণে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হারিয়েছে। বিবদমান দলগুলোর সরাসরি ককটেল নিক্ষেপে যেমন শিশুরা আহত হয়েছে, তেমনি টেপ পেচানো অবিস্ফোরিত ককটেলকে খেলার সামগ্রী ভেবে খেলতে গিয়েও বিস্ফোরণে শিশুরা আহত হয়েছে। দুটি ঘটনায় বোমা বানাতে গিয়ে এবং বোমা বহন করতে গিয়েও বিস্ফোরেণ শিশুদের আহত হওয়ার বিষয়টি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সবচেয়ে নির্মম হলো যানবাহনে পেট্রোল বোমার আগুনে পুড়ে শিশুদের হতাহতের বিষয়টি। গত ১০ ডিসেম্বর গাজীপুরে দূর্বত্তদের ছোড়া পেট্রোল বোমায় কাভার্ড ভ্যানে দগ্ধ হয়ে মারা গেছে সানজিদা নামের ৭ বছরের একটি শিশু। সাথে তার মাও আগুনে পুড়ে মারা গেছেন। ওই ঘটনায় শিশু সানজিদার আরো দুই বোন আরিফা আক্তার (৮) এবং সাদিয়া আক্তার (২) ও মারাত্নকভাবে দগ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের বার্ণ ইউনিটে চিকিতসাধীন ছিল। হতাহত শিশুর বাবার ভাষ্যমতে দূর্বত্তদের শিশুদের কথা বলে কাতর মিনতি সত্ত্বেও তারা গাড়িতে আগুন দেয়া থেকে বিরত হয়নি। ককটেল বিস্ফোরেণ আহত শিশুদের মধ্যে ২ জন প্রতিবন্ধী শিশুও রয়েছে। এছাড়া নির্বাচন প্রতিহত করার নামে সারা দেশে শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্নি সংযোগ শিশুদের পাঠদানে স্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে।

এবছরের শুরুতেই রাজনৈতিক কর্মকান্ডে শিশুদের ব্যবহারের যে মাত্রা দেখা গেছে এত বিপুল সংখ্যাক শিশুর হতাহতের ঘটনা তারই বহি:প্রকাশ মাত্র। রাজনৈতিক কর্মকান্ডে শিশুদের ব্যবহারের নিকৃষ্ট উদাহরণ গত ৫ মে হেফাজতে ইসলামের ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি। এতিমখানা বা মাদ্রাসার হতদরিদ্র শিশুদের নানা প্রলোভন ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে তাদের শাপলা চত্বরে আনা হয় এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তোপের মুখে এক ভয়ার্ত পরিবেশে ফেলে নেতারা চলে যান। গত কয়েক মাস ধরে পত্রিকার পাতায় উঠে আসছে, যুদ্ধাপরাধের বিচারবিরোধী বিভিন্ন সহিংস রাজনৈতিক কর্মসূচিতে শিশুদের ঢাল হিসেবে ব্যবহারের সচিত্র খবর। অন্যদিকে দেশের স্বাধীনতা, সংস্কৃতি, জাতীয়তা, মুল্যবোধের সুরক্ষার আন্দোলনেও অভিভাবকদের সাথে শিশুদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো ছিল। মতামত প্রকাশ,

সভা-সমিতিতে অংশ নেয়া শিশুদের অধিকার হতে পারে বা এসবে শিশুদের সম্পৃক্তি তাদের জাতীয়তা ও আত্মপরিচয়ের অধিকার (শিশু অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ ৪) প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করতে পারে। কিন্তু এই অধিকারগুলোর চর্চা যেন শিশুদের বিকাশের জন্য অন্য যে অধিকারগুলো রয়েছে, সেসবের বাস্তবায়নে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব অবশ্যই রাষ্ট্রের। সেই সঙ্গে এ ব্যাপারে সচেতন থাকার দায়িত্ব নাগরিকদেরও, যা পালনে সাফল্যের পরিচয় দেয়া হয়নি।

শিশু সুরক্ষায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা:

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, পরিবার শিশুর যথাযথ বিকাশ ও কল্যাণের জন্য উপযুক্ত মৌলিক সংঘ ও স্বাভাবিক পরিবেশ। তাই পরিবারকে এর দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ও সহায়তা দিতে হবে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন সংগঠনের হিংসাত্মক কর্মসূচিতে ব্যবহৃত শিশুরা অনেক ক্ষেত্রেই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। কার্যত অভিভাবকহীন এসব শিশুদের তাই যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা যায়। কারণ রাষ্ট্র নিজেও তাদের মানুষ করার দায়িত্ব নেয়নি। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে অনেকগুলো ধারাতেই সহিংসতা থেকে শিশুকে রক্ষা এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডে শিশুদের অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান ও অন্যান্য আইনও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে বিভিন্ন ধারা যুক্ত আছে। গত জুন মাসে জাতীয় সংসদে শিশু আইন ২০১৩ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই আইনে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যবহার বন্ধে শাস্তির বিধান করা হয়েছে। পাশাপাশি শিশুদের ক্ষেত্রে অন্যান্য অপরাধে ব্যবহার করলে সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদন্ড এবং একলাখ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন অপরাধে শিশুদের ব্যবহার বন্ধের জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে এ আইনে। আইনের ৭৯ ধারায় শিশুদের দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র বা অবৈধ বস্তু বহন এবং সন্ত্রাসী কাজ সংগঘটনের দায়ে সর্বোচ্চ তিন বছর কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। শিশুকে কেউ সন্ত্রাসী কোন কাজে নিয়োজিত করলেও সে ২০০৯ সালের সন্ত্রাস বিরোধী আইনে অপরাধ করেছে বলে গণ্য হবে। ওই আইনের ৬ ধারায় দন্ডিত হবে। আর এই আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড। জাতীয় শিশুনীতি ২০১১-এর অনুচ্ছেদ ৬.৭.৪-এ সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে- শিশুদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যবহার, প্রলোভন বা জোরপূর্বক জড়িত করা যাবে না। অনুচ্ছেদ ৬.৭.১- এ বলা হয়েছে- "সকল প্রকার সহিংসতা, ভিক্ষাবৃত্তি, শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন এবং শোষণের বিরুদ্ধে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। শিশুদের ওপর সহিংসতা ও নির্যাতন বন্ধ করার লক্ষ্যে সচেতনতামূলক. এবং কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।" শিশু শিক্ষা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৬.৫-এ বলা হয়েছে, "৬.৫.৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল ধরনের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা এবং শাস্তি ফলস্বরূপ কোনো শিশু ও কিশোর-কিশোরীর যেন শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি না হয়, সে লক্ষ্যে শিশুবান্ধব শিক্ষা দান পদ্ধতির প্রবর্তন করা হবে।"

শিশু সুরক্ষায় আমরা যা করতে পারি

শিশুদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করানো জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, বাংলাদেশের সংবিধান ও রাস্ট্রীয় অন্যান্য আইনের পরিপন্থি। এছাড়া শিশুদের সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ব্যবহার করে আতঙ্ক সৃষ্টি করা যে শুধু দন্ডনীয় অপরাধ নয়, অত্যন্ত বিবেকবর্জিত ও হীনকর কাজ। রাজনৈতিক সহিসংতাসহ সকল প্রকার নির্যাতন থেকে শিশুদের সুরক্ষার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য রাজনৈতিক দল, অভিভাবক ও সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

- রাজনৈতিক যে কোন ধরনের কর্মকান্ডে শিশুদের সংশ্লিষ্ট না করা এবং সচেতনতামুলক কাজেও শিশুদের রাজপথের সমাবেশে না আনা
- শিশু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেমন বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, এতিমখানা ইত্যাদি স্থানে রাজনৈতিক সভা, সমাবেশ, মিছিল না করা
- রাজনৈতিক কর্মকান্ডে শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে সকল রাজনৈতিক দলগুলোকে একটি ঐক্যমতে পৌছানো
- পরিত্যক্ত স্থানে কোন অচেনা দ্রব্য দেখলে তা না ধরার জন্য অভিভাবক কর্তৃক শিশুদের সচেতন করা। শ্রমের সাথে যুক্ত যেসব শিশু পরিত্যক্ত দ্রব্য বা বস্তু সংগ্রহ করে তাদেরকে মালিক কর্তৃক টেপ পেচানো বা জর্দার কৌটা সদৃশ বস্তু এড়িয়ে চলার জন্য সতর্ক করা
- শিশু অধিকার সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে মতবিনিময় করা যাতে তারা শিশুদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যবহার না করে
- সংবাদ পত্র, টিভিতে সহিংসতা থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য ব্যপক সচেতনতামুলক অনুষ্ঠান প্রচার করা
- প্রতিটি শিশু কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, কিশোর সংশোধনাগার নিয়মিত মনিটরিং করা এবং শিশুদের পুর্ণ সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা
- যৌন হয়রাণি, ধর্ষণ রোধে পর্ণোগ্রাফি এ্যাক্ট ২০১২ এর ব্যপক প্রচার ও কার্যকর প্রয়োগ, টেক্সটবুকে শিশুদের উপযোগী যৌন শিক্ষা বিষয়ে নিবন্ধ সঙ্কলন করা। যৌনতা বিষয়ে গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, পরিবারে এ বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে নেতিবাচক ও ইতিবাচক বিষয়গুলো সম্পর্কে শিশুদের অবহিত করা, পর্ণো ওয়েবসাইট বন্ধে দ্রুত ব্যবস্থাগ্রহণ, শিশুদের পর্ণোগ্রাফি ব্যবহারে।

উপসংহার

২০১৩ সালে শিশুদের ওপর রাজনৈতিক সহিংসতার মতো অপ্রত্যাশিত নেতিবাচক সমস্যা, পর্ণোগ্রাফির ব্যপক প্রসারে যৌণ হয়রাণি, ধর্ষণ, জলবায়ু উদ্বাস্ত বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে শহরে অভিবাসনজনিত কারণে শ্রমের সাথে শিশুর নিযুক্তি বৃদ্ধি- ইত্যাদি নানা নেতিবাচক ঘটনা থাকলেও ইতিবাচক অনেক পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে। ২০১৩ সালে শিশু আইন ১৯৭৪ কে রদ করে শিশু আইন ২০১৩ গ্রহণ করা হয়েছে যা অত্যান্ত যুগপোযুগি। জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০ বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের একটি তালিকা সরকার চুড়ান্ত করেছে ইত্যাদি। এগুলোর সফল বাস্তবায়ন ও শিশুদের ওপর সকল প্রকার নির্যাতন থেকে গণমানুষ বেরিয়ে এসে শিশুদের জন্য একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সচেষ্ট হবেন এই প্রত্যাশা আমাদের সকলের।